কেনাকাটা

ডিজিটাল ক্যামেরা

যুগ বদলের হাওয়ায় বদলে নিন নিজেকে

যুগটা ডিজিটালের। ডিজিটাল ক্যামেরা এবং কম্পিউটার বেজড বিভিন্ন গ্রাফিক্স সফ্টওয়্যার ফটোগ্রাফির ধারণাকেই অনেকখানি বদলে দিয়েছে। দূর করেছে ছবি তোলার অনেক সীমাবদ্ধতাকে। একটা সময় ডিজিটাল ক্যামেরা কেনাটা অনেকটা শৌখিনতার মতো ছিল। কারণ ক্যামেরার উচ্চমূল্য। কিন্তু এখন এই প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে হোম ইউজের জন্য ৪০০০ থেকে ১০০০০ টাকার মধ্যেই পাওয়া যায় মোটামুটি চলনসই ডিজিটাল ক্যামেরা। তবে প্রফেশনাল ফটোগ্রাফারদের জন্য এই হিসাব আলাদা। আসুন প্রথমেই জানা যাক ডিজিটাল ক্যামেরায় ব্যবহৃত কয়েকটি ফিচার সম্পর্কে।

আপনার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে মেগাপিক্সেলকে মিলিয়ে ক্যামেরা পছন্দ করুন। প্রয়োজন না হলে বেশি মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা কিনে পয়সা নষ্টের কোনো প্রয়োজন নেই।

রিচার্জেবল ব্যাটারি এবং চার্জার সম্পর্কে নিশ্চিত হোন। অনেক ডিজিটাল ক্যামেরার জন্য বিশেষ ধরনের ব্যাটারির প্রয়োজন হয়। সাধারণ ব্যাটারি কিনে ব্যবহার করতে গেলে আপনার খরচ অনেক বেড়ে যাবে। তাই এমন ক্যামেরা নির্বাচন করা উচিত যাতে রিচার্জেবল এবং ওয়ান টাইম দুই ধরনেরই ব্যাটারি ব্যবহার করা যায়।

ন্যূনতম ২ এক্স অপটিক্যাল জুমযুক্ত ক্যামেরা কিনুন। সাম্প্রতিক সময়ের প্রায় সব ক্যামেরাতেই ডিজিটাল জুম থাকে। তবে তা কোনোভাবেই অপটিক্যাল জুমের মতো পারফরমেন্স দিতে পারে না।

অনেক ডিজিটাল ক্যামেরায় ফ্ল্যাশ ব্যবহার করেও কম আলোতে বা ইনডোরে ভালো ছবি পাওয়া যায় না। এ ধরনের ক্যামেরা না কেনাই ভালো।

রিমুভেবল স্টোরেজ মিডিয়া ব্যবহারের সুবিধা আছে কি না তা নিশ্চিত হোন।

জুম লেন্স ব্যবহার করে দেখুন, এটি দ্রুত এবং সুখভাবে কাজ করছে তো? এলসিডি স্ক্রিনের ভিউ ফাইন্ডারটি দেখুন। সম্ভব হলে সূর্যের দিকে তাক করে দেখুন ভিউ ফাইন্ডার খুঁজে পাওয়া যায় কি না।

কিছু ক্যামেরার সঙ্গে লাইসেন্সড ইমেজ এডিটিং সফটওয়্যার ফ্রি পাওয়া যায়। এ ধরনের ক্যামেরা কেনার চেষ্টা করুন। আর সফটয়্যারটি অ্যাডোবি ফটোশপ এলিমেন্টস কিংবা ইউলিড ফটো ইমপেক্টের মতো হলে তো কথাই নেই।

ঢাকার বাজারে ডিজিটাল ক্যামেরা

ঢাকার বাজারে জনপ্রিয় প্রায় সব ব্র্যান্ডেরই ডিজিটাল ক্যামেরা পাওয়া যায়। আর ডিজিটাল ক্যামেরা কেনার জন্য ঢাকার আগারগাঁওস্থ বিসিএস কম্পিউটার সিটি, স্টেডিয়াম মার্কেট কিংবা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স মার্কেট হতে পারে উপযুক্ত জায়গা। ডিজিটাল ক্যামেরা যেহেতু একটি মূল্যবান যন্ত্র, তাই সুপরিচিত স্থান থেকে কেনা উচিত। কেননা, অনেক মার্কেট আছে যেখানে পণ্য বিক্রির পর কোনো ওয়ারেন্টি দেয়া হয় না। এ ধরনের মার্কেট বর্জন করা উচিত। ভালো স্থান বা শো-রুম থেকে কিনলে ১ থেকে ২ বছরের রিপ্লেসমেন্ট/ সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাওয়া যেতে পারে।

ডিজিটাল ক্যামেরার জন্য ক্যানন, নাইকন, কোডাক, ভিভিটার, সনি, মাইক্রোটেক সুপরিচিত ব্র্যান্ড। চেষ্টা করুন এগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি ব্র্যান্ড পছন্দ করার। আর মেমোরি কার্ডের মধ্যে ট্রান্সেন্ড, কিংস্টোন, টুইনমোস, মাইক্রোল্যাব বেশ ভালো পারফরমেন্স দেয়। তাই ক্যামেরার জন্য মেমোরি কার্ড কিনলে এই ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে থেকে কোনো একটি পছন্দ করুন।

এখানে সাম্প্রতিক সময়ের কয়েকটি ডিজিটাল ক্যামেরার মূল্য দেয়া হল- সনি সাইবার পিক্স ৩.২ মেগাপিক্সেল উইথ ১৬ এমবি মেমোরির মূল্য ১৬০০০ টাকা, নাইকন কালারপিক্স ২৫০০ (২.০ মেগাপিক্সেল) উইথ ১৬ এমবি মেমোরির মূল্য ১৫৫০০ টাকা, ভিভিটার ৩৫৫৫ ডিজিটাল ক্যামেরা (১ মেগাপিক্সেল) উইথ ৮ এমবি মেমোরির মূল্য ৭৫০০ টাকা, মারকারি ডিলাক্স ক্যামেরা (৩.১ মেগা পিক্সল) উইথ ৮ এমবি মেমোরির মূল্য ৭৫০০ টাকা, মারকারি সাইবার পিক্স (৩.০ মেগাপিক্সেল) উইথ ১৬ এমবি মেমোরির মূল্য ৮০০০ টাকা, মাইক্রোটেক ডিজিটাল ক্যামেরা (২.০ মেগাপিক্সেল) উইথ ৮ এমবি মেমোরির মূল্য ৮৫০০ টাকা, ট্রাস্ট ডিজিটাল কামেরা (১.৩ মেগাপিক্সেল) উইথ ৮ এমবি মেমোরির মূল্য ৪৪১০ টাকা, মাইক্রোটেক টেক-ইট এস১ (২.১ মেগাপিক্সেল) ৮০০০ টাকা, মাইক্রোটেক টেক-ইট ডি১ (২.১ মেগাপিক্সেল) ৮৫০০ টাকা, মাইক্রোটেক টেক-ইট কিউ৩ (৫ মেগাপিক্সেল) ১০৫০০ টাকা, মাইক্রোটেক টেক-ইট এমভি-৩০০ (৫ মেগাপিক্সেল) ১৩০০০ টাকা।

এখানকার মূল্যগুলো আপনার ধারণা তৈরির জন্য দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে উপরে দেয়া ক্যামেরার ফিচারগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে মার্কেট যাচাই করে একটি ক্যামেরা কেনা।

ডিজিটাল ফটোগ্রাফি এগিয়ে চলছে খুব `"Z গতিতে। ফটোগ্রাফির জগতে এক নতুন অধ্যায়ের mPbv করেছে ডিজিটাল ক্যামেরা। তাই যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনি নিজের প্রিয় মুহূর্তগুলো ক্যামেরাবন্দি করতে একটি ডিজিটাল ক্যামেরাকে সঙ্গী করে নিন। যেটি ব্যবহার করে আপনি পাবেন অফুরন্ত সুবিধা এবং স্বাধীনতা।

আরাফাতুল ইসলাম